গাংনী জুড়ে বোমা আতঙ্ক!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাবাসী এখন বোমা আতংকে দিন কাটাচ্ছেন। ব্যবসায়ী ও ধনী শ্রেনীর মানুষের বাড়িতে একের পর এক বোমা চিরকুট ও কাফনের কাপড় রেখে হুমকী দেওয়ায় জনমনে তৈরী হয়েছে নতুন করে আতংক। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় কাউকে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তবে, পুলিশ বলছে দূর্বৃত্তদের সনাক্তে কাজ করছে তারা।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি দোকানের সামনে থেকে হাতবোমা ও টিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লেখা হয় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ফিরে আসবে, আমরা চরগোয়াল গ্রামের মানুষ। আমরা নদীর এপার ওপার আছি বিএনপির একটি লোকও যেনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে।’ এভাবেই হুমকী সংবলিত চিরকুট লাল কসটেপ মোড়ানো হাতবোমা রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের বাড়ির গেটের সাথে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ও চিরকুট রেখে যায় সন্ত্রাসীরা।

এছাড়া এলাঙ্গী গ্রামের সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা সুমনের বাড়িতে, গোপালনগরের বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামের দোকানের সামনে বোমা কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে যায়। এভাবেই চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতে বোমা কাফনের কাপড় ও জিবন নাশের হুমকী সম্বলিত চিরকুট রেখে হুমকী দিচ্ছে। চিরকুটে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য দিচ্ছে মোবাইল নম্বর।

শুধু এসব ব্যক্তি নয়, উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে গত চার মাসে প্রায় ১৪ টি হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ। যার অধিকাংশ বোমার সাথে চিরকুট ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করা হয়। এসব ঘটনায় উপজেলাবাসির মাঝে নতুন করে তৈরী হয়েছে বোমা আতংক। এক সময়ের রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ পশ্চিামাঞ্চলের মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সর্বত্রই ছিল সন্ত্রাস কবলিত। তৎকালিন সময়ে সন্ত্রাস দমণে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৭ টি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩ টি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বোমা, কাফনের কাপড় এবং চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আতংকিত হয়ে পড়েছি। পুলিশ আজো এসব ঘটনায়

জড়িতদেরকে সনাক্ত ও আটক করতে পারেনি। চরগোয়াল গ্রামের বাসন্দারা জানান, বোমা ও চিরকুট আমাদের গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সাথে জড়িতদের বের করে আইনের হাতে না দিলে আমার গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাবে।
গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান্ আন্জুমান আরা বলেন, বিভিন্ন গ্রামের বোমা রাখছে দূর্বৃত্তরা। মানুষকে হুমাকি দিচ্ছে। এগুলিকে দ্রত দতন্ত আইনের আওতায় না আনলে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হবে।

গাংনী পৌরসভার প্রথম মেয়র সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত আমিরুল ইসামের ছেলে গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন. আমার বাবাকে গাংনী বাজারে বোমা মেরে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। আমরা তার বিচার আজও পাইনি।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী বকুল, সাবেক চেয়ারম্যান বজলুর রহমান, মঙ্গল স্বর্নকারকে বোমা হামলায় হত্যা করেছিল সন্ত্রীনরা। বর্তমানে বোমা আতংক ছড়িয়েছে গাংনীতে। পুলিশ দ্রত তদন্ত করে দোষীদের আইনে সোপর্দ করতে হবে। তা না হলে গাংনী আবারও রক্তাক্ত জনপদে পরিনত হবে।

গাংনী থানা ওসি (তদন্ত) মো: আল মামুন-বলেন, বোমা সাদৃশ বেশ কয়েকটি বস্ত উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি বোমা কিনা তা পরীক্ষা করে বোমাবাজ ও সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলার সন্দিগ্ধ আসামি ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম (৪৫) কে গ্রেফতার করেছে।

আব্দুল আলীম গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মৃতু হানিফ আলীর ছেলে। সে ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের ২ নং ওয়ার্ডের (জুগিন্দা

গ্রামের) সভাপতি।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আব্দুল আলীম গাংনী থানায় দ্রুত বিচার আইনে দায়ের করা মামলা নং ১৭, তারিখ ১৪/০৪/২৫ এর সন্দিগ্ধ আসামি।

আজ রবিবার দুপুরে গ্রেফতারকৃত আব্দুল আলীমকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে এলাকার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি, হামলা, মামলা করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

গাংনীতে জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

“দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে তিন দিন ব্যাপি জাতীয় ফল মেলা ২০২৫ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষ্যে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা,উপজেলা মুক্তিযোদ্ধার সাবেক কমান্ডার ও বিএনপির প্রবীণ নেতা শামসুল আলম সোনা।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, কৃষি কর্মকর্তা (কৃষিবিদ) মোঃ ইমরান হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আরাফাত মিয়া।

এ সময় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ শাহীন রেজা জুয়েল, নাইমুর রহমান, মো ফরিদ উদ্দিন ও মর্তুজা জামানসহ স্থানীয় কৃষক গণ

উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় দেশীয় বিভিন্ন ফলের স্টল সাজানো হয়েছে।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট বাধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ জুন) দুপুরে বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক অফিসার তুলসী কুমার পাল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।

অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে ১৩টি হুইলচেয়ার ও একটি ওয়াকার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
পরে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৩২ মাসের নাটকীয়তার অবসান, ফিরলো হৃদয়ের মরদেহ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বহুল আলোচিত ‘আশা অফিস হৃদয় নিখোঁজ’ নাটকের শেষ দৃশ্য হাজির হয়েছে ৩২ মাস পর। অবশেষে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছে হৃদয় হোসেনের মরদেহ।

২০২২ সালের ২ অক্টোবর সকালে গাংনীর বাওট এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি এনজিও “আশা”র অফিসে সিঁড়ি ও কক্ষে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা গেলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে নিখোঁজ হন ওই অফিসের পিওন ও বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত ১৮ বছর বয়সী হৃদয় হোসেন।

ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা অফিসের শাখা ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলামকে আটক করে বেদম মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পরিবারের অভিযোগ ছিল- ১ অক্টোবর রাতে হৃদয়কে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামসহ কয়েকজন লোক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারা হৃদয়ের পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেও হৃদয়কে আর ফেরত না পাঠিয়ে পরদিন সকালে ‘রক্তমাখা অফিস’ রেখে উধাও হয়ে যায়।

হৃদয়ের পরিবার দাবি করে, অফিসের মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপকের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও হৃদয় ধারণ করে ফেলেছিলো। সে ভিডিও নিয়ে হৃদয়কে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে মরদেহ গুম করা হয়েছে। ঘটনার সময় এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয় পুরো বাওট এলাকা। এনজিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিবারও দাবি করে আসছিল হৃদয়কে হত্যার পর তার লাশ গুম করা হয়েছে।

তবে সেই নাটকের মোড় ঘুরল ৩২ মাস পর। হঠাৎ করেই হৃদয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় মালয়েশিয়া থেকে। জানা যায়, দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত হৃদয় সেখানে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মরদেহ দেশে আনা হয়।

স্থানীয়দের মধ্যে চলছে ভিন্নমত, বাওট এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন, এতো বছর ধরে পরিবারের

দাবি ছিল ছেলে গুম বা হত্যা হয়েছে। কিন্তু সে যে বিদেশে ছিল, এটা গোপন ছিল কীভাবে? তাহলে কি পুরো ঘটনাটাই সাজানো ছিল?

আরও অনেকে বলছেন, হৃদয় হয়তো আশার অফিসে কোনো আর্থিক অনিয়ম বা অবৈধ কর্মকাণ্ড জেনে ফেলেছিল। পরে সেগুলো থেকে বাঁচতেই এই নাটক সাজানো হয়েছিল। কিংবা উল্টো হৃদয়ই কোনও অর্থ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে আত্মগোপনে মালয়েশিয়া চলে যায়।

গাংনীর তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজে বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনীর তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিতরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় কলেজ হলরুমে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সহকারী অধ্যাপক জাবলুন্নবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নুরুল ইসলাম, জেটিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, কলেজের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল হক, রেজাউল ইসলাম, মাহবুবুল ইসলাম তুহিন, মিরপুর নিমতলা কলেজের প্রভাষক কামরুল ইসলাম, বামুন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী এবং বিএনপি নেতা ইয়াছিন আলী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও তাদের অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশে বিদায় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলো এবং দেশের কল্যাণে কাজ করো। শুধু সনদনির্ভর শিক্ষা নয়, সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “এটি কোনো বিদায় নয়, বরং উচ্চশিক্ষার পথচলার একটি নতুন সূচনা। আগামী ২৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় তোমাদের সকলের জন্য রইল শুভকামনা।”

গাংনীতে আলগামন উল্টে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনীতে চলন্ত আলগামন (ইঞ্জিনচালিত ভ্যান) উল্টে নাহিদ হোসেন (১৮) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

বুধবার (১৮ জুন) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে গাংনী-কাথুলী সড়কের চৌগাছা মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাহিদ গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। চলতি বছর সে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলগামনটিতে চালকসহ মোট তিনজন ছিলেন। তারা কাথুলী থেকে গাংনীর দিকে ফিরছিলেন। পথে চৌগাছা মাঠ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলগামনটি উল্টে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় নাহিদসহ তিনজন।

স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাহিদকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর দুইজন হলেন—আলগামন চালক সামিউল ইসলাম ও নিহত নাহিদের বন্ধু আজমান হোসেন। তারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাঙ্গী গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে দুইজনের করোনা শনাক্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় নতুন করে দুইজনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তারা দু’জনই বর্তমানে নিজ নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ জুন (মঙ্গলবার) করোনা পরীক্ষায় চৌগাছা ডিগ্রি কলেজপাড়ার মরহুম অ্যাড. রমজান আলীর স্ত্রী মোছাঃ রুনা লায়লা (৪৫), ও ১৮ জুন (বুধবার) বামুন্দী চেরাগীপাড়ার জিয়াউল হকের ছেলে মোঃ কালাম হোসেন (৪৭), এর শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংশ্লিষ্টরা জানান, আক্রান্ত দুজনের মধ্যে কেউই হাসপাতালে ভর্তি হননি। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল এবং তারা নিজ নিজ বাড়িতে থেকেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আরও জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিট মজুদ রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীকে মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং কোনো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেটসহ আটক-১

৯ পিচ নিষিদ্ধ ঘোষিত ট্যাপেন্ডেল ট্যাবলেটসহ মিনারুল উদ্দীন
(২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানার এলাঙ্গী ক্যাম্পের পুলিশের একটি টিম।

মিনারুল উদ্দীন গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার সকারের দিকে এলাঙ্গী ক্যাম্পের এএসআই দেবদাশ কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে মিনারুলকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে ৯ পিচ ভারতীয় ট্যাপেন্ডাল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আটককৃত মিনারুল উদ্দীনকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে এক নারীর করোণা আক্রান্ত

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে এক নারী করোণা আক্রান্ত হয়েছেন। সম্প্রতি জ্বও, সর্দি, শরীর ব্যাথা নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হলে তার স্যাম্পল নিয়ে ঢাকায় পাঠালে গত রবিবার তার রিপোর্টে করোণা পজেটিভ ধরা পড়ে। বর্তমানে তিনি হোম কোয়ারিন্টিনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রের একজন চিকিৎসক এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে তিনি নাম প্রকাশ করেননি।

ওই চিকিৎসক আরও জানান, একমাত্র ওই নারীর স্যাম্পল সংগ্রহ করে আইসিডিডিআরে পাঠানো হয়েছিল। গত রোববার আমরা রিপোর্ট হাতে পেয়েছি। তার করোনা পজেটিভ এসেছে। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এখন মোটামুটি সুস্থ্য রয়েছেন।

এদিকে সারা দেশে করোণার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কোনো ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্কুল কলেজগুলোতে মাস্ক পরিধানের কোনো তাগিদ দেওয়া হয়নি। এছাড়া হাসপাতালে কোনো ধরণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।